এত রক্তপাত! মুখ্যমন্ত্রী সহ্য করছেন কী করে!

ব্যাখ্যা করেছেন অভিনেতা

কৌশিক সেন

প্রথমেই বলতে চাই আমি অত্যন্ত হতাশ। গত একবছর ধরেই আমরা নাটকের লোকজনেরা এবং বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মীরা জোর করে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে কথা বলে আসছি। আমরা আশা করেছিলাম, মুখ্যমন্ত্রী এত মানুষের প্রতিবাদকে মূল্য দেবেন। অজস্র অসহায় নিরীহ সাধারণ মানুষের যন্ত্রণাকে মর্যাদা দেবেন। সেই আশাতেই বুক বেঁধেছিলাম আমরা। প্রতিবাদ করতে শুরু করেছিলাম নন্দীগ্রামের ঘটনার অনেক আগে থেকেই। ১৪ মার্চের ঘটনা আমাদের সমস্ত আস্থা কেড়ে নিল। তারপরেও আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রী এবার নিশ্চয়ই তাঁর ভুল বুঝতে পারবেন। প্রমাণ করে দেবেন বুদ্ধবাবু শুধু খেজুরির মুখ্যমন্ত্রী নন, সারা পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু দীপাবলির আগের দিন এবং তারপরের দিনের রক্তাক্ত নন্দীগ্রামের ছবি আমার সমস্ত আশা ভরসা ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে। আমি মর্মাহত বললেও কম বলা হয়। এত রক্তপাত আমাদের সংস্কৃতিমনস্ক মুখ্যমন্ত্রী সহ্য করছেন কী করে?

কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব আমি নিজে তো বয়কট করেইছি, আমার অনেক সহকর্মী এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও একই প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে নিয়েছেন। যে ক'জন শিল্পী এখনও পর্যন্ত তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে প্রতিদিনই আরও অনেকে এগিয়ে আসছেন। আমি চাই সারা বাংলা এর প্রতিবাদে শামিল হোক।

কালকের বন্‌ধকে আমি একশো ভাগ সমর্থন করছি। যতই মানুষের কষ্ট হোক এই দিনটায় বন্‌ধ ছাড়া অন্য কোনও প্রতিবাদের ভাষা হতে পারে না।

নন্দীগ্রামে প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার জবাবে আমি বলব, যা ঘটেছে, সম্পূর্ণ প্রশাসনের ইচ্ছায়, জাস্ট হাত-পা গুটিয়ে বসে ছিল ওরা। এভাবে হয় না। বাংলার ভাল কিছু চায় যারা, তারা এই সশস্ত্র সংগ্রাম আর ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করছে নিষ্ক্রিয়ভাবে! তারাই আবার উন্নয়ন চায় বলে গলা ফাটায় কী করে? এটা তো বিচারিতারই নামান্তর তাই না? দেওয়ালির আগের দিন থেকে নন্দীগ্রামে যে কালো রাত নেমে এসেছে তার মধ্যে একটাই সিলভার লাইন দেখতে পাচ্ছি আমি। ক্রমশ সিভিল সোসাইটির একটা বড় অংশ ওপেনলি রিঅ্যাক্ট করছে। সাধারণ মানুষ রাজনীতির রংয়ের বাইরে গিয়ে এই যে প্রতিবাদে শামিল হওয়া এটাই একমাত্র আশার আলো। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম রেশনকাণ্ড, রিজওয়ান-তিনটে ক্ষেত্রেই সিভিল সোসাইটির প্রতিবাদের সোচ্চার কণ্ঠে নড়ে উঠেছে প্রশাসনও। এভাবেই হয়তো নন্দীগ্রামেও শান্তি ফিরবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি নিশ্চয়ই শিল্পায়নের পক্ষে। কিন্তু নিরীহ মানুষকে ঘরছাড়া করে, সর্বস্বান্ত করে, এমনকী প্রাণে মেরে নয়। এ তো রাষ্ট্রক্ষমতার অপ্রাসন। পশ্চিমবঙ্গের কলঙ্ক এই ঘটনা। মানুষ কাদের উপর আস্থা রাখবেন? মুখ্যমন্ত্রী এখনও কী ভাবছেন?

আমরা ১৪ জন নাট্যকর্মী ১৪ মার্চের প্রেক্ষিতে পদত্যাগ করেছিলাম কিন্তু সাতজন আবার নাট্য অ্যাকাডেমিতে ফিরে গিয়েছেন। তাঁরা হলেন অশোক মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ বণিক, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, প্রবীর গুহ, দেবাশিস মজুমদার ও চন্দন সেন। এঁদের কাছে আমার শেষ প্রশ্নঃকী ভাবছেন ওঁরা, এখনও চুপ করে বসে থাকবেন?